REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

সম্পাদক—শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত।

৯ম বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ১৩ই অগ্রহায়ণ বুধবার ১৩২৯, ইংরাজী 29th November 1922. | ২৩শ সংখ্যা।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১॥০ টাকা। নগদ মূল্য ৴২০ দুই পয়সা। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য ৴০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴১০ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴০ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া স্বয়ং আসিয়া বা করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

টাকার অষ্টোত্তর শতনাম।

শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনামের হাস্যোদ্দীপক অনুকরণ। মূল্য মাত্র ৴০ এক আনা। ৫ এক পয়সার ছয় খানা ডাক টিকিট পাঠাইলে ঘরে বসিয়া পাইবেন। পাইকারগণকে কমিশন দেওয়া হয়।

ম্যানেজার
জঙ্গিপুর সংবাদ অফিস।
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ।
(মুর্শিদাবাদ)

ডাঃ এন, এল, পালের

সুদর্শন সার।

(সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র।)

দুই দিন সেবন করিলেই ফল বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে সুদর্শন সার ব্যবহার করুন। প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বরে ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। মূল্য প্রতি শিশি ॥৶০ আনা।

ডাঃ নন্দলাল পাল।
রঘুনাথগঞ্জ।

দর্পণ সাক্ষাতেই রমণীর সৌন্দর্য্য প্রতীয়মান হয়।

সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। — ভাং বিশ্ববিজয়ী ও প্রতিদ্বন্দ্বী-বিহীন। এই কেশতৈল-প্লাবিত বঙ্গভূমে—অদ্যাবধি হইতেই আমাদের কেশরঞ্জন একাধিপত্য করিয়া আসিতেছে। শ্রেষ্ঠগুণই ইহার কারণ।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। — প্রত্যেক প্রতিভাসম্পন্ন লোক, ইহাকে তাঁহাদের চিন্তাশীলতার ও মস্তিষ্ক-আলোচনার সহায় বলিয়া ভাবেন। এই জন্য জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যারিষ্টার উকীল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সকলেই ইহার অনুরক্ত ভক্ত।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। — মহিলাকুলের সোহাগের অঙ্গরাগ। কেশরঞ্জন বরবপুতে লেপন করিতে পারিলে, কেশরঞ্জন সিক্ত করিয়া বেণী বন্ধন করিতে পারিলে, তাঁহারা কৃতার্থম্মন্য হয়েন।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। — কেশ বৃদ্ধি করিতে, কেশের মসৃণতা সম্পাদনে, কেশস্খলন (টাক) নিবারণে, কেশের শুভ্র মরামাস ও খুষ্কি নিবারণে এবং অঙ্গের লাবণ্য ও মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিতে অতুলনীয়।

এক শিশি ১৲ এক টাকা; মাশুলাদি ৸০ ছয় আনা। তিন শিশি ২।০ দুই টাকা চারি আনা; মাশুলাদি ৸০ বার আনা। ডজন ৯৲ নয় টাকা মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অশোকারিষ্টের স্বল্প পরিচয়।

অশোকারিষ্ট ঋষিদের উর্ব্বর মস্তিষ্কজাত—রমণী কল্যাণকর মহৌষধি। স্ত্রীস্বভাবসুলভ ব্যাধিসমূহে ইহার কার্য্যকারীশক্তি অসীম। অনেক সঙ্কটক্ষেত্রে অথবা চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগীকে, ইহা শান্তি-সুখময় আরোগ্য প্রদান করিয়াছে। "অশোকারিষ্ট" রমণীরত্ন হয়—রমণীর রোগ বিদূরিত হয়—আর বন্ধ্যা রমণী, বন্ধ্যাত্বের দারুণ নিরাশা-বন্ধন হইতে চিরবিমুক্ত হয়। "অশোকারিষ্ট" ব্যবস্থা করিয়া আমরা অনেক সম্ভ্রান্ত কুল-মহিলাকে কৃচ্ছ্রসাধ্য রমণী সুলভ সাংঘাতিক ব্যাধির কবল হইতে বিমুক্ত করিয়াছি। বাঙ্গালীর শান্তিময় সংসারের লক্ষ্মীরূপিণী রমণীদের রক্ষা করা যদি একটী পবিত্র ব্রত ও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহাদের রোগসংবাদ শ্রবণ মাত্রেই "অশোকারিষ্ট" লইয়া ব্যবহার করিতে দিন।

মূল্য প্রতি শিশি ... ১।০ দেড় টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ৸০ নয় আনা।

হতাশের আশার কথা—বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

মফঃস্বলের রোগিগণের অবস্থা অর্দ্ধ আনার টিকিটসহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, আমি স্বয়ং ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

আমাদের ঔষধালয়ে তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, জারিত ও শোধিত ধাতুদ্রব্যাদি, এবং স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ, মৃগনাভি প্রভৃতি সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এণ্ড কোং-র

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

হিলিংবাম

গত ২৮ বৎসরের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা।

হিলিংবাম ১ মাত্রা হইতে ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা যন্ত্রনা আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ চাপা পড়ে না অল্পদিনে পুনরাক্রমণ করিতে পায় না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। দুই চার জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইহাদের সকলেরই সুখ্যাতি পত্র আমরা পাইয়াছি। আই, এম, এস,—কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, এম, ডি, এম, এ; এফ, আর, সি, এস, ইত্যাদি লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, এম, আর, সি, পি, এম,আর, সি, এস এতদ্ভিন্ন অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।

মূল্য প্রতি বড় শিশি ৩৲
" " মাঝারি শিশি ২॥০
" " ছোট শিশি ১৸০

স্যাণ্ডো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর সম্মুখে গরম পড়িতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাণ্ডো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্তদোষও স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাতাদি কাশি সমস্তই স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল বাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাণ্ডো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতিশিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫॥০ ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন্ এণ্ড কোং
ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।
১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা।

ডাঃ কিশোরীমোহন সিংহ এম, বি,

চক্ষু চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ

—:০:—

মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও দ্বারভাঙ্গা সরকারি হাস-পাতালের ভূতপূর্ব্ব লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক।

সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগ চিকিৎসা

ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে চক্ষু পরীক্ষা করিয়া চশমার ব্যবস্থা ও ব্যবস্থানুযায়ী প্রকৃত চশমা সংগ্রহ করিয়া দিয়া থাকেন। যাবতীয় দুর্ব্বোধ ও দুরারোগ্য ব্যাধি

রক্ত কফ প্রস্রাবাদি পরীক্ষা করিয়া

রোগ নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভ্যাক্সিন ও এন্টিটক্সিন আদি ইনজেক্‌সন ও ঔষধ প্রয়োগ করতঃ আরাম করেন।

চিকিৎসার্থী মফঃস্বলবাসীগণ—

কলিকাতা মহানগরীতে উপস্থিত হইয়া সুচিকিৎসকের সন্ধান করিতে বিশেষ বেগ পাইয়া থাকেন। তাঁহাদের অসুবিধা দূরীকরণের বিজ্ঞাপন এই দেওয়া হইল।

রোগী দেখা ও পরামর্শের সময় ও স্থান :—

প্রাতে ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত—নিজ বাসাবাটী ৫০।৩ হারাণ মুখার্জ্জির রোড ভবানিপুর, কলিকাতা।

বৈকালে ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত—মেডিকেল হোম্ৰো ১৯৭ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ।

১৩ই অগ্রহায়ণ বুধবার ১৩২৯ সাল।

অহিংস অসহযোগ।

—:০:—

"অহিংস অসহযোগ" মন্ত্রের গুরু মহাত্মাজী কারারুদ্ধ হইলেন। তাঁহার ছয় বৎসর কারা-বাস কালে তাঁহার চেলা চামুণ্ডারা অসহযোগ নীতি চালাইবার ভার ভাগ করিয়া লইয়া কার্য্য চালাইতে আরম্ভ করিলেন। কারারুদ্ধ অনেক চেলা ইতিমধ্যে কারামুক্তও হইলেন। দেশ ভাবিল—মহাত্মাজীর লক্ষ্য স্বরাজ তাঁহার লক্ষ লক্ষ শিষ্যবর্গ দ্বারাই অবিলম্বে লাভ হইবে। তাঁহার বড় বড় চেলারা তাঁহার অনু-পস্থিতিতে চেলাগিরি হইতে প্রমোশন পাইয়া গুরুগিরি লাভ করিলেন। ফলে "গুরু মিলে লাখে লাখ চেলা মিলে লাখে এক" এই বাক্যের সার্থকতা অক্ষরে অক্ষরে পরিলক্ষিত হইল। দেশ সরকারের আইন ভাঙ্গিয়া চূরমার করিবার শক্তি লাভ করিয়াছে কিনা তাহা পরীক্ষার জন্য তদন্ত কমিটি দেশে ঘুরিয়া দেশের ধা'ত টিপিয়া 'থার্ম্মোমেটার' দিয়া বুঝিল 'টেম্পারেচার' 'সাবনর্ম্মাল'। কোন কোন স্থানে "কোলাপ্স ষ্টেজ"। আইন ভাঙ্গা মুলতুবী রহিল। এতদিনের বক্তৃতার গলাবাজির 'ষ্টিমুলেণ্ট' কোন কাজেই লাগে নাই। দোষ দেশের না নেতৃবৃন্দের 'ইন-জেক্সনের'? যাহা হউক অসহযোগ নেতৃবৃন্দ কিছুদিন আগে যে মুখে বলিয়াছিলেন "কাউ-ন্সিল ছাড়! ওকালতী ব্যারিষ্টারী ছাড়! স্কুল কালেজ বয়কট কর।" আজ আবার সেই মুখে বলিতেছেন 'কাউন্সিলে ঢোক' ভিতরে ঢুকিয়া 'কাউন্সিল'কে 'শ্লো পইজন' কর।" দেশবাশীগণ! এই সব নেতৃবৃন্দকে মাথা-পাগল বা মতলববাজ মনে করিও না। কাউ-ন্সিলে প্রবেশ করাকে সহযোগ মনে করিও না। সহিংস মনে করিও না। স্বরাজ পাইতে হইলে এই সকল পরিবর্ত্তিত পন্থায় নারাজ হইলে চলিবে না। ইহা কেবল মাত্র দেশের 'সিম্‌টম' দেখিয়া ঔষধ পরিবর্ত্তন মাত্র। মহাত্মাজী জেল হইতে বাহির হইয়া দেখিবেন যে তাঁহার প্রবর্ত্তিত নীতির নল্‌চে খোল সব বদল হইয়াছে। তাঁহার খদ্দর পরিহিত ব্যারিষ্টার চেলার 'গাউন' গায়ে দেখিয়া হয়ত চিনিতেই পারিবেন না। হায়রে! অহিংস অসহযোগ! তুমি যার সৃষ্ট সেই সৃষ্টিকর্ত্তার করচ্যুত হইয়া তোমার লাঞ্ছনার অবধি থাকিবে না।

অরঁধুনির হাতে প'ড়ে রুইমাছ কাঁদে।
না জানি রঁাধুনি আমায় কেমন ক'রে রঁাধে॥

—

পরলোকে রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ।

—:০:—

নিতান্ত দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, পাইকপাড়ার যুবকরাজা রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। গত ১৫ই কার্ত্তিক বুধবার প্রাতে ৯টার সময় তিনি হৃদরোগাক্রান্ত হন। ডাঃ নীলরতন সরকার, ডাঃ ব্যাণার্জ্জী, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রভৃতি প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ তাঁহার চিকিৎসা করেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। গত ১৭ই কার্ত্তিক শুক্রবার রাত্রি ২-৪৫ মিনিটের সময় তিনি মাত্র ২৯ বৎসর বয়সে বৃদ্ধা পিতামহী, বৃদ্ধা মাতা, বিধবা পত্নী এবং তিনটী পুত্রকে শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া দেহত্যাগ করিয়া-ছেন। শ্রীমান মণীন্দ্রচন্দ্র একজন দেশসেবী ছিলেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরি-বারের নিকট সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

পরলোক গত রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র প্রাচীন অনাদিবর সিংহের বংশধর। অনাদিবর, রাজা রাজা আদিশূরের সময়ে আসেন। রাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষগণ স্বনাম ধন্য লোক ছিলেন। এই বংশেরই বংশধর রাজা গঙ্গা-গোবিন্দ সিংহকে ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংস্‌ রাজস্ব বিভাগের দেওয়ান পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া-ছিলেন। এই বংশেরই বংশধর কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ পার্থিব সুখসম্ভোগ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর ন্যায় জীবন যাপন করেন। সিপাহী বিদ্রো-হের সময় এই বংশের রাজা স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের যথেষ্ট সহায়তা করেন।

বাল্যকাল হইতেই রাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের হৃদয় উদার ছিল। এই জন্য তিনি নানা প্রকার সাধারণ অনুষ্ঠানে সাহায্য করিতেন। অনেক দরিদ্র ছাত্রও তাঁহার নিকট সাহায্য পাইত। মণীন্দ্রচন্দ্র জাতিতে কায়স্থ। কায়স্থ সমাজের উন্নতি বিধান করা তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। গত যুদ্ধের সময় বাঙ্গালী রেজিমেণ্ট গঠন করিবার জন্য ইং-রেজ সরকার তাঁহাকে ও, এম, বি, ই উপাধি প্রদান করেন। রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার ছিলেন। ইহা ব্যতীত ২৪ পরগণা ও মুর্শিদাবাদ জেলা-বোর্ডের তিনি সভ্য ছিলেন। রাসের দিন কান্দীতে উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজের একটি সভা হইবার কথা ছিল। এই সভায় তত্রস্থ কায়স্থ সমাজের শীর্ষ স্থানীয়গণ তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য মনস্থ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ সম্বর্দ্ধনা গ্রহণ তাঁহার ভাগ্যে ঘটিল না সম্বর্দ্ধনা পাইবার পূর্ব্বেই ভগবান তাঁহাকে কোলে টানিয়া লইয়াছেন। প্রতিকার

—

ভ্রমে পুত্র হত্যা।

—:০:—

অমৃতসরের কাছাকাছি একটী রেল-ষ্টেষণে এক পথভ্রান্ত মহিলা ষ্টেসনের ষ্টেষণ-মাষ্টারের নিকট ৫০০৲ টাকা রাখিতে দিয়া নিজে ষ্টেষণের একপার্শ্বে বেঞ্চিতে রাত্রি যাপন করিতেছিলেন। দুর্ব্বৃত্ত ষ্টেষণ-মাষ্টার একজন লোককে ১০৲ টাকা ঘুষ দিয়া স্ত্রীলোকটীকে খুন করিবার বন্দোবস্ত করে। ভগবানের ইচ্ছায় এদিকে ঐ ষ্টেসন-মাষ্টারের পুত্র রাত্রিতে মাতাল হইয়া স্ত্রীলোকটীর নিকট আসে, এবং তাহার উপর অত্যাচার করিতে গেলে স্ত্রীলোকটি পলায়ন করে তখন ষ্টেষণমাষ্টারের পুত্র একখানি কম্বল মুড়ি দিয়া সেই বেঞ্চের উপর শুইয়া থাকে। রাত্রিতে হত্যাকার্য্যে নিযুক্ত গুণ্ডাটা আসিয়া স্ত্রীলোক ভ্রমে তাহাকে হত্যা করে। পুলিশ গুণ্ডা ও ষ্টেষণমাষ্টারকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

—

নীলামের ইস্তাহার।

চৌকী জঙ্গিপুরের প্রথম মুন্সেফী আদালত।

নিলামের দিন ১৫ই ডিসেম্বর ১৯২২।

—:০:—

৫৮৮ মর্গেজ ডিঃ আমের কুমারী রুদ্র দেঃ শিবচন্দ্র মণ্ডল দিং দাবি ১৩৮৷৶৩ পং গণকর মৌঃ তৈক্ষক ৪৷৷১ কাত ২২৲ মধ্যে নিম্নাংশ ১১/১৫ টাকা আঃ ৪০৲

৫৮৭ মর্গেজ ডিঃ ঐ দেঃ ভগবান মণ্ডল দিং দাবি ৬৩৷৷০ পং ঐ মৌঃ ঐ ৬/০ কাত পরতাবত ১৫৲ আঃ ৫০৲

৫৮১ রেহান ডিঃ গুরুপদ চট্টোপাধ্যায় দেঃ হেকাজতুল্লা মিঞা দাবি ৯০৩/৫ পং খারিজাকুকুনপুর মৌঃ শীতলপাড়া ১২৷৷০ কাত ২০৶০ আঃ ৩০০৲

৪৮২ মনি ডিঃ বেনয়ারী লাল পাল দেঃ রুক্মিনী মণ্ডলানী দাবি ১৪০৫৸৵৯ পং কোঙরপ্রতাপ মৌঃ রেঞাপুর ১০/০ কাত ৮৸০ আঃ ১২৫৲ শিবু মণ্ডল নামীয় ৬৫/০ জমির কাত ৫৬৸৵০ জমায় সামিল।

৪৪৮ মনি ডিঃ বামগোবিন্দরায় দেঃ কুসুম কামিনী দাসী দাবি ১৮২৮৶০ পং গণকর মৌঃ বাসুদেবপুর /৮০ কাত ১৷০ আঃ ৫০৲ ২। লাট ঐ পরগণাদি মধ্যে ৪।৩ কাত ৩৷০ আঃ ৪০৲ ৩। লাট ঐ পরগণাদি মধ্যে ।৩ কাত ২৷০ আঃ ২৫৲

টিকিট চোর ক্লার্ক ।

—:০:—

তিস্তা ব্রিজ ডাকঘরের পার্শেল ক্লার্ক সাধারণের নিকট হইতে উপযুক্ত মাশুল আদায় করিয়া, পার্শেলে কম মূল্যের ডাক টিকিট লাগাইবার অপরাধে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। তিনি নাকি অনেক ক্ষেত্রেই ঐইরূপ করিতেন।

পৃথিবীর বড় গাছ ।

—:০:—

নিরিয়ো সইটিস্ বলে একরকম গাছ আছে। গাছটী উঁচু প্রায় ৩০০ ফিট, দড়ির মত মোটা।

চীনে চরকা ।

—:০:—

চীনে গত দু'বছরে ৬৯২,৭২৭টী চরকা বেড়েছে।

চীনে ১৯১৯ সালে ৫৫টী কাপড়ের কল চলতে থাকে, ও ১৯২১ সালে ৮০টী কল চলতে থাকে। ১৯১৭ সালে ২৬৩টী কল চলতো, এখন আরও বেশী চলছে। এখন খবরের কাগজে প্রকাশ যে, চীনদেশে ইংলণ্ড হ'তে দশ লক্ষের অধিক কলের চরকা আমদানি করিবার বন্দোবস্ত হইতেছে।

কার্পাস ।

—:০:—

১৯২০ সালে পৃথিবীর কোন দেশে কত জমীতে কত কার্পাস জন্মেছিল, নীচে তাহার তালিকা প্রকাশ হইল।

দেশ	জমি	উৎপন্ন
ভারতবর্ষ	একর	পাউণ্ড
	২,৩৩,৫২,০০০,	বেল—৪০০
বুলগেরিয়া	৪,০০০,	৫৭,৯৬,০০০
ইজিপ্ট	১৮,৯৮,০০০,	১৪,৯৪,০০০
জাপান	৬,০০০,	৫,০০০
ইউনাইটেড ষ্টেট	৩,৯৩,৮৩,০০০,	১,১,১,৩২,০০০
সর্ব্ব মোট	৬,১৬,৪,০০০,	২,১৪,২৯০০০

নোটীশ ।

—:০:—

সর্ব্বসাধারণকে এতদ্বারা জানান যায় যে, রঘুনাথগঞ্জ থানার অধীন ভাব্‌কী সাকিমের ৺প্রভুরাম উপাধ্যায়ের পুত্র আমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান কালেশচন্দ্র উপাধ্যায় সহ আমরা মিতাক্ষরা হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী এক জমিতে বসবাস করিতেছি। আমাদের যে কোন জোত যায়দাদ আছে সমস্তই পৈতৃক এবং তাহা কোন প্রকারে বিভাগ বণ্টন হয় নাই। যদি কেহ একক তাহাকে টাকা কর্জ্জ দেন তাহা তাহার জন্য উক্ত পৈত্রিক এষ্টেট দায়ী হইবে না।

শ্রীরাম নারায়ণ উপাধ্যায়
ও শ্রীসীতেশচন্দ্র উপাধ্যায়।
সাং ভাব্‌কী।

বিজ্ঞাপন ।

—:০:—

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, রঘুনাথগঞ্জ হাসপাতালের পার্শ্বের গলিতে ৺নৃত্যগোপাল দাসের পুরাতন বাটীর সম্মুখে একটী ছোট একতলা ঘর ও তৎসংলগ্ন একটী রান্নাঘর ও পায়খানা ভাঙ্গিয়া লইতে হইবে। উক্ত বাটীর ইট, কাঠ ও তন্মধ্যস্থিত একটী খাট ও একখানি তক্তাপোষ বিক্রয় করা হইবে। যদি কেহ ক্রয় জন্য ভাঙ্গিয়া লইতে ইচ্ছুক হন তাহা হইলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত দাস।
১৬নং পার্শীচার্চ্চ ষ্ট্রীট কলিকাতা

জ্বরের করাল ছায়ায়

ম্রিয়মান হবে না। ম্যালেরিয়া, প্লীহা, যকৃৎ, কাস এবং অপরাপর সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন জ্বরের ভীষণ আক্রমণ হ'তে পরিত্রাণ করাবে—

অমৃতাদি বটিকা

এই ঔষধের বিশেষত্ব, একবার অসুখ নিরাময় হ'লে পুনরাক্রমণের আশঙ্কা থাকে না—কুইনাইন ব্যবহারে আটকান জ্বরে ইহা আশু ফলপ্রদ। ব্যবহার বিধি সম্বন্ধ ও নির্ব্বাচিত নিয়মাদি প্রতি কৌটার সহিত থাকে।

৩৫ বটিকা পূর্ণ এক কৌটা ১৲ টাকা।

জবাকুসুম তৈল

গুণে অদ্বিতীয় গন্ধে অতুলনীয়

জবাকুসুম তৈল মস্তিষ্ক স্থির রাখে, মনকে প্রফুল্লিত করে, কেশের শোভা বর্দ্ধিত করে। এই সকল কারণে জবাকুসুম তৈল সকলের আদরণীয়। এই জন্যই জবাকুসুম তৈল কেশ তৈলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। অনেক নকল ও অনুকরণ সত্ত্বেও কোন তৈলই তাহাকে শীর্ষস্থান-চ্যুত করিতে পারে নাই।

১ শিশি ১৲ টাকা। ৩ শিশি ২॥০ ভিঃ পিতে ৩।০। ৬ শিশি ৫৲, ১২ শিশি ৯॥০, এক পোয়া শিশি ৩।০ টাকা, ১ গ্রোস ১০৮৲ ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

ক্ষুধাবতী

অম্লপিত্ত রোগির একমাত্র ভরসাস্থল।

ক্ষুধাবতী ঔষধ সেবনে অম্লপিত্ত রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়। আকণ্ঠ ভোজনের পর একমাত্রা ক্ষুধাবতী সেবন করিলে তুলাতে অগ্নি সংযোগের ন্যায় জলপাক হইয়া ভস্মীভূত হইয়া যায়। অগ্নিতে জল সেকের ন্যায় বুকজ্বালা নিবারিত হয়।

১ শিশি ১৲ ভিঃ পিতে ১।৵০

কল্যাণ বটিকা

ধাতুদৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

কল্যাণ বটিকা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য ও তজ্জন্য সমস্ত কাবাদি উপসর্গ ত্বরায় প্রশমিত হইয়া শরীরের কান্তি ও পুষ্টি বর্দ্ধিত হয়। কল্যাণ বটিকার গুণ অব্যর্থ ও স্থায়ী।

১ কৌটা ২৲ ভিঃ পিতে ২।০

সি কে সেন এণ্ড কোং লিমিটেড্
তারের ঠিকানা: "জিতীশিয়ান"
টেলিফোন নং: ২৭১৫ কলি:
২৯ নং, কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কেন ?

আমাদের জীবন দশা।

অর্থাৎ

আমাদের অধঃপতনের মূল কারণ ইন্দ্রিয় সংযম না করিবার পরিণাম, বসবাসের অবস্থা, অসঙ্গত ভোজন পদ্ধতি, মন সংযমের উপকারিতা এবং আমাদের এই দুরবস্থা কবে অপনীত হইবে ইত্যাদি বিষয় বিশদরূপে বর্ণিত পুস্তক বিনামূল্যে এবং বিনা মাশুলে বিতরণ করা হয়। এই সুযোগ অধিক দিন থাকিবেনা; অদ্যই পত্র লিখুন; বিলম্বে নিরাশও হইতে পারেন।

চন্দ্রপ্রভা বটিকা।

ইহা সেবনে নূতন পুরাতন মেহ, মূত্র কৃচ্ছ, কোষবৃদ্ধি, অর্শ, শ্বেত ও রক্ত প্রদর এবং সূতিকা রোগ দূর হয়। ১৬ ষোল বটিকা পূর্ণ এক কৌটার মূল্য কেবলমাত্র ১৲ এক টাকা।

লৌহভস্ম।

এই ভস্ম প্রস্তুত করিতে অতি মূল্যবান উপাদান সকল ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা রক্তকে গাঢ় এবং শরীরে শক্তি সঞ্চার করে এবং দেহ লৌহের মত শক্ত করে। মূল্য প্রতি তোলা ৫৲ টাকা মাত্র।

কবিরাজ—

মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী।

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ বৌবাজারষ্ট্রীট, কলিকাতা

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-ক’নের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। “সুরমার” সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহকক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই “সুরমার” প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৷৵০ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৷৵০ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৷৶০ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১৷৴০ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১৷০ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৶০ এক টাকা তিন আনা

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দ্বৈকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায়। ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয়। মূল্য বড় শিশি ৷০ আট আনা, মাশুলাদি ।৶০ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, টেরিটিবাজার, কলিকাতা।

ইলেক্‌ট্রিক সলিউসন্

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালকদিগের ঘুংড়ি, বালসা সর্দ্দি, কাসি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের প্রতি শিশি মাশুল বৃদ্ধি সমেত ১৷০ দেড় টাকা।

সোল এজেন্ট—ডিঃ ডিঃ হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

বিনা অস্ত্রে আরোগ্য

অপেরীণ।

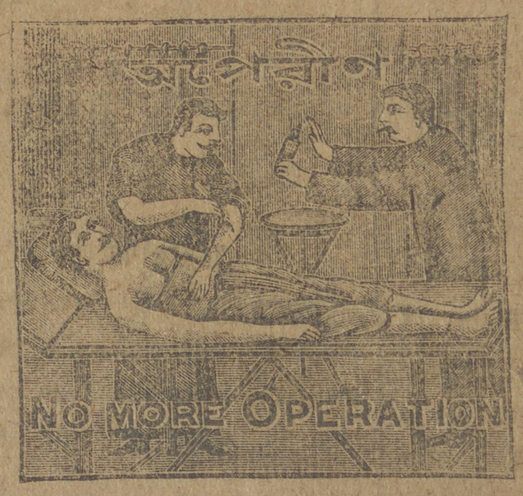

সর্ব্ব প্রকার ফোঁড়া, ব্রণ, বাগী, ফুলা এমন কি পৃষ্ঠব্রণ, ভগন্দর প্রভৃতি কঠিন ও অসাধ্য রোগের অব্যর্থ এবং একমাত্র মহৌষধ। যাহারা অস্ত্র চিকিৎসার বিপক্ষ এবং ইহাতে ভীত হন, তাহাদের পক্ষে “অপেরীণ” একমাত্র সুহৃদ ও অতি উৎকৃষ্ট অলৌকিক আবিষ্কার। ইহা বাহ্য প্রয়োগেই সম্পূর্ণ ফল পাওয়া যায় এবং কোনরূপ জ্বালা যন্ত্রণার বা পারদাদি মিশ্রিত অনিষ্টকর পদার্থ নাই। যে কোনরূপ ফোঁড়া বাগী হউক না কেন, ইহা প্রথম অবস্থায় প্রয়োগ করিলে মন্ত্রের ন্যায় বসিয়া যাইবে এবং বিলম্বে লাগাইলে আপনি ফাটিয়া যায় এরূপ আশু হিতকারী মহৌষধ প্রত্যেক গৃহস্থেরই অন্ততঃ ১ এক শিশি গৃহে রাখা আবশ্যক। সাধারণের পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

প্রতি শিশির মূল্য ১৲ টাকা মাত্র, মাশুলাদি ৷০ আনা।

একত্রে ৩ „ „ ৩৲ „ „ „ „

সোল এজেন্ট—বি, রায় এণ্ড কোং কেমিষ্টস

ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেন রীচ, কলিকাতা

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।